গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মার্চ/২০২৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ নূরুল আলম সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৪-০৩-২০২৪
সভার সময়	সকাল-১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে মার্চ/২০২৪ মাসের সমন্বয় সভা শুরু করেন। সভাপতি নবযোগদানকৃত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন), জনাব খালিদ আহম্মেদ, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার, বিপিসি'র পরিচালক (অর্থ), জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, বিজিএফসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), প্রকৌ. মোঃ ফজলুল হক ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জনাব মোঃ মজিবুর রহমান বিশ্বাস-কে শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের মেধা, শ্রম ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে সফল হবেন-এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৭-০২-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারি/২০২৪ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৭-০২-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে প্রাপ্ত অনিষ্পন্ন তালিকা উপস্থাপন করেন। সভাপতি অনিষ্পন্ন তালিকায় থাকা বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) জানান যে, পিডিবি ও বিসিআইসি হতে বকেয়া আদায়ে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। সভাপতি বকেয়া আদায়ে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। বকেয়ার হালনাগাদ তথ্য অবগত করে বকেয়া আদায়ের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্টদের একটি পত্র প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সার শ্রেণিতে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের লক্ষ্যে বিসিআইসি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে পৃথক একটি সভা আহ্বান করার জন্যও সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বলেন যে, এনবিআর এর সাথে পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের অমীমাংসিত বিষয়সমূহ নিরসনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি বর্তমানে কাজ করছে। কমিটির রিপোর্ট প্রণয়নের পর এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কোন্ কোন্ বিষয় এ বিভাগে অনিষ্পন্ন রয়েছে এবং এ বিভাগের কোন্ কোন্ বিষয় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে অনিষ্পন্ন রয়েছে, তার তথ্যাদি প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) পিডিবি, বিসিআইসি ও আইপিপি'র নিকট হতে বকেয়া আদায়ের বিষয়টি সার্বক্ষণিক তদারকিপূর্বক যথাক্রমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন-১), যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) ও যুগ্মসচিব (অপারেশন-২ শাখা) নিয়মিতভাবে সচিব মহোদয়ের নিকট রিপোর্ট করবেন। (গ) বকেয়ার হালনাগাদ তথ্য অবগত করে বকেয়া আদায়ের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্টদের দ্রুত একটি পত্র দিতে হবে। উপসচিব (অপারেশন-৪ শাখা) বিষয়টি তদারকি করবেন। (ঘ) সার শ্রেণিতে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের লক্ষ্যে বিসিআইসি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত একটি সভা আহ্বান করতে হবে। উপসচিব (অপারেশন-৪ শাখা) বিষয়টি তদারকি করবেন। (ঙ) এনবিআর এর সাথে পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের অমীমাংসিত বিষয়সমূহ নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল শাখা/অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.২	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। পেট্রোবাংলার আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীসমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কোন কোম্পানীর Asset re-valuation কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করা হয়। পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনায় সন্তোষজনক পাওয়া যায়। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, Asset re-valuation এর ক্ষেত্রে কোন কোন কোম্পানির জমির মূল্য মৌজা মূল্য অনুযায়ী করা হচ্ছে আবার কোন কোন কোম্পানি বাজার মূল্য অনুযায়ী নির্ধারণ করছে। এক্ষেত্রে বাজার মূল্য অনুযায়ী জমির মূল্য নির্ধারণ করলে Asset re-valuation অনেক বেশি হবে। সভাপতি বলেন যে, কোম্পানির Asset re-valuation বাজার মূল্য অনুযায়ী নির্ধারণ করা সমীচীন হবে। এ বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি অদ্যকার সভার অগ্রগতি চিহ্নিতপূর্বক পরবর্তী সভায় এর পরবর্তী সুনির্দিষ্ট কী অগ্রগতি হয়েছে, তা উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন যে সকল কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন হয়নি সে সকল কোম্পানীসমূহের এ কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) কোম্পানির Asset re-valuation কার্যক্রম বাজার মূল্য অনুযায়ী নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিপিসি/পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানী
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ০৮-০৮-২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট উপকমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ৮৫৯ জনবলের প্রস্তাব করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের Query'র জবাব অনুযায়ী প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক গত ২৯-১১-২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উপকমিটির সভা গত ০৭-০২-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) অবহিত করেন। সভাপতি এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, ড্যাশবোর্ডটি ডেমো ডাটাসহ বর্তমানে লাইভ করা হয়েছে। এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ড্যাশবোর্ডটি ০৭-০২-২০২৪ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সভায় ড্যাশবোর্ডের বিষয়ে প্রাপ্ত মতামত নিয়ে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কাজ করছে। মতামতের আলোকে ড্যাশবোর্ডটি চূড়ান্ত করে অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, সচিব মহোদয়ের সময় নিয়ে একটি সভা আহ্বান করে ড্যাশবোর্ডটি অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, ড্যাশবোর্ডে ডাটা হালনাগাদের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থায় সংশ্লিষ্ট টিমকে ভেন্ডর কর্তৃক স্ব-শরীরে গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট কাউকে ট্রেনিং না দিয়ে ঐ সংস্থার পুরো টিমকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যাতে ডাটা হালনাগাদের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যত্যয় না ঘটে। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন) জানান যে, গ্যাস বিতরণের তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়ার জন্য ৪৪টি ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্টে ৪৪টি মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে সরেজমিনে কোম্পানিসমূহের মিটারিং সিস্টেম পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আগামী এপ্রিল/২০২৪ এর মধ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, Enegy Sector Operational Master Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও জিএসবিতে গঠিত সাব কমিটি কাজ করছে। এ সকল কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর সামগ্রিকভাবে এ বিষয়ে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যানে যে সকল বিষয়গুলো অসংগতি রয়েছে, সেগুলো উত্তরণের লক্ষ্যে উক্ত মাস্টারপ্ল্যানটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে।	(ক) হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক প্রেরিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের চূড়ান্তকৃত ড্যাশবোর্ড অনুমোদনের লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের সময় নিয়ে দ্রুত একটি সভা আয়োজন করতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) তদারকি করবেন। (খ) ড্যাশবোর্ডে ডাটা হালনাগাদের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থায় সংশ্লিষ্ট টিমকে ভেন্ডর কর্তৃক স্ব-শরীরে গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট কাউকে ট্রেনিং না দিয়ে ঐ সংস্থার সংশ্লিষ্ট পুরো টিমকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যাতে ডাটা হালনাগাদের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যত্যয় না ঘটে। (গ) গ্যাস বিতরণের তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়ার জন্য ৪৪টি ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্টে ৪৪টি মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) Enegy Sector Operational Master Plan প্রণয়নের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ ও প্রশাসন-৩ অধিশাখা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট ও পেট্রোবাংলা/ গ্যাস বিতরণ কোম্পানী/জিটিসিএল

৩.৫	উপসচিব (অপারেশন-১) জানান যে, বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া ও চলমান পাওনা আদায়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পবরর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৭/০৪/২০২৩ তারিখে এ বিভাগ হতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। তদনুযায়ী, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড কর্তৃক জানুয়ারি ২০২৪ মাস পর্যন্ত ১৪ কিস্তিতে ১৫৫,৬০,৮০,৮৯২/- টাকা পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডকে পরিশোধ করেছে এবং ১৯৫২,৫৯,১৬,৩৮২.৩২ টাকা অবশিষ্ট রয়েছে। তাছাড়াও, বকেয়া পাওনা পরিশোধের বিষয়ে ১৯/০৩/২০২৪ তারিখে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড হতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডকে পত্র দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ ১০/০৩/২০২৪ তারিখে বিমান ১৪,৯১,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করেছে। সভাপতি বকেয়া পরিশোধে কিস্তির পরিমাণ বাড়ানোর লক্ষ্যে উপসচিব (অপারেশন-১)-কে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক মাসিক ১০-১৫ কোটি টাকা করে বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান ও পিওসিএল এর সাথে এ বিভাগের উপসচিব (অপারেশন-১ অধিশাখা) নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং প্রতি সমন্বয় সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ অপা-১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল
৩.৬	সভায় ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসের দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্যাদি এবং ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিবেদনাধীন মাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩৭টি এবং উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা ৩৪টি। ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসে পেট্রোবাংলার ২৩টি ও বিপিসি'র ১৪টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসে ত্রি-পক্ষীয় সভা ৩টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোন দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, ফেব্রুয়ারি/২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত আপত্তির সংখ্যা ৩৬৭৪টি। সভাপতি বলেন যে, অডিট আপত্তি হ্রাসকরণের বিষয়ে গত ২৭-০২-২০২৪ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় অডিট আপত্তি আগামী জুন/২৪ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি সে লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা বাড়ানোর মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করারও নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং সাধারণ, অগ্রিম ও খসড়া আপত্তির তথ্য, দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার জন্য কতটি আপত্তি রয়েছে, প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্যাদি ক্যাটাগরি অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে। (খ) গত ২৭-০২-২০২৪ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অডিট আপত্তি আগামী জুন/২৪ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.৭	(ক) সভায় মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে সর্বশেষ তথ্য ইনপুটের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মোট ৩৪৫৭টি মামলার মধ্যে সকল মামলার তথ্য ইতোমধ্যে মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সভায়	(ক) সকল প্রতিষ্ঠানের মামলার সর্বশেষ অবস্থার তথ্যাদি মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে নিয়মিতভাবে আপডেট করতে হবে। (খ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশা-৩ অধিশাখা/ প্রশা-১ অধিশাখা অপা-১ অধিশাখা/

	দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মামলাসমূহ বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে তার তথ্যাদি নির্ধারিত ছক মোতাবেক উপস্থাপন করা হয়। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মামলাসমূহ বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে তার তথ্যাদি সফটওয়্যার হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়ার জন্য ভেন্ডরের সাথে আলোচনা হয়েছে। সফটওয়্যারটি আপডেট হলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি ম্যানুয়ালি সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, তিনি বর্তমানে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছেন। বিস্ফোরক পরিদপ্তরে একটি মামলার রায় সম্প্রতি সরকারের বিপক্ষে গিয়েছে। সরকার পক্ষের আইনজীবীর গাফিলাতির কারণেই মামলাটি সরকারের বিপক্ষে গিয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি মামলা শুনানির ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) সভায় জানানো হয় যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিকট হতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। তবে, অনেক জেলা হতে অভিযানের শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন ২০১৮ এবং পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ, খাগড়াছড়ি ও গাজীপুর কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে যথাক্রমে ২৮,০০০/-, ১০,০০০/- ও ৫০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৩ (তের)টি জেলা হতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যত্রতত্র অননুমোদিতভাবে জ্বালানি তেল বিক্রয় বন্ধ ও মানসম্মত জ্বালানি তেল সঠিক পরিমাপে বিক্রয়/ বিপণন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নিমিত্ত সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য এ বিভাগ হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। সভাপতি মোবাইল কোর্ট বাড়ানোর লক্ষ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য বিপণন কোম্পানীসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নির্দেশনা প্রদান করেন। (গ) গ্যাস বিপণন ও তেল বিপণন কোম্পানীসমূহের সেবার বিপরীতে গ্রাহকদের অভিযোগ/ক্ষোভ জানানোর জন্য পাঁচ ডিজিটের দুটি পৃথক হটলাইন নম্বর চালুর বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরিচালক (বিপণন), বিপিসি জানান যে, তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের সেবার বিপরীতে গ্রাহকদের অভিযোগ/ক্ষোভ জানানোর জন্য পাঁচ ডিজিটের হট	মামলাসমূহ বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে তা নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রতিমাসে সংগ্রহপূর্বক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং যে সকল জেলায় মোবাইল কোর্ট কম হচ্ছে সে সকল জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। (ঘ) গ্যাস বিপণন ও তেল বিপণন কোম্পানীসমূহের সেবার বিপরীতে গ্রাহকদের অভিযোগ/ক্ষোভ জানানোর জন্য পাঁচ ডিজিটের দুটি পৃথক হটলাইন নম্বর দ্রুত চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (ঙ) জ্বালানি তেল পরিবহনের কাজে নিয়োজিত ট্যাংকলরি ও ট্যাংকারে ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (চ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে দুই/তিন জন কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রেষণে কাজ করার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে নিয়োগের বিষয়ে পেট্রোবাংলা হতে নতুন করে দ্রুত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	অপা-৪ শাখা/আইসিটি শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

	লাইন নম্বর চালুর লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শীঘ্রই বিপিসিতে হট লাইন নম্বর চালু করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা বলেন যে, পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানির জন্য হটলাইন নম্বর চালুর বিষয়ে দুটি ভেন্ডর কর্তৃক প্রেজেন্টশন প্রদান করা হয়েছে। দুটি ভেন্ডরের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। (ঘ) পরিচালক (বিপণন) আরো বলেন যে, বিপণন কোম্পানিসমূহের জ্বালানি তেল পরিবহনের কাজে নিয়োজিত প্রায় দুই হাজার আটশত ট্যাংকলরি ও একশত এর বেশি ট্যাংকারে ডিজিটাল লক সিস্টেমসহ ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে ভেন্ডরের সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে একটি কমিটি কাজ করছে। শুরুতে বিভিন্ন প্রাইভেট ফিলিং স্টেশনের নিজস্ব ট্যাংক লরিতে ট্র্যাকিং সিস্টেম বসানো শুরু করা হবে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সকল ট্যাংক লরি ও ট্যাংকারে এ সিস্টেম স্থাপন করা হবে। সভাপতি কার্যক্রমটি দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঙ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) সভায় জানান যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ বিভাগে সংযুক্তি এবং এ বিভাগে কর্মরত উপসচিব, জনাব এস এম জাকারিয়া ও উপসচিব, জনাব মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম এর অনুকূলে ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে আশানুরূপ কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির সিস্টেম লস কমানোর জন্য সার্বক্ষণিক ম্যাজিস্ট্রেট থাকা জরুরী। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে দুই/তিন জন কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রেষণে কাজ করার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে নিয়োগ দিতে পারে। সে মোতাবেক নতুন একটি প্রস্তাব পেট্রোবাংলা হতে প্রেরণ করা হবে। পেট্রোবাংলা হতে নতুন প্রস্তাব প্রাপ্তির পর পুনরায় এ বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.৮	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ বিভাগের এপিএ টিমের সভায় নিয়মিত পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ'র ফেব্রুয়ারি/২৪ পর্যন্ত অর্জন প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়। আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেলের পরিমাণ ফেব্রুয়ারি/২৪ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কম হওয়ার বিষয়ে সভায়	(ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে এবং মনিটরিং কমিটিকে প্রতিমাসে আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত বিষয়ে মনিটরিংপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (খ) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা/ এপিএ টিম/ প্রশাসন-২ অধিশাখা আইসিটি শাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইআরএল জানান যে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অপরিশোধিত তেল আমদানির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২) বলেন যে, ৩য় এফএসআরইউ স্থাপনের জন্য আগামী ৩১-০৩-২৪ তারিখের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) আরো উল্লেখ করেন যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সূচক রয়েছে। উক্ত সূচকটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত দপ্তর/সংস্থা হতে কর্মপরিকল্পনা পাওয়া গেছে। দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা যাচাই-বাছাইপূর্বক এ বিভাগের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনাটি আগামী ২৫-০৩-২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সভাপতি কর্মপরিকল্পনাটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাটি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বানের জন্যেও সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভাপতি বলেন যে, গত ছয় মাস পূর্বে সমন্বয় সভায় একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, এ বিভাগের প্রত্যেক কর্মকর্তা প্রতিমাসে বাস্তবায়নের রূপরেখাসহ একটি করে উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান করবে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, এ পর্যন্ত তিনটি উদ্ভাবনী ধারণা পাওয়া গিয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সকল কর্মকর্তাকে সতর্ক করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) আরো জানান যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ওয়েবসাইট পর্যালোচনায় দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটের কিছু কিছু বিষয় হালনাগাদ পাওয়া যায়নি। সভাপতি দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানীর ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় ফেব্রুয়ারি/২০২৪ মাসে ই-নথিতে নথি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করা হয়। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসে হার্ড ফাইলে (প্রশাসন-১ অধিশাখায় ২টি, উন্নয়ন-৩ অধিশাখায় ১১টি, বাজেট অধিশাখায় ০, প্রশাসন-৩ অধিশাখায় ১৫টি, প্রশাসন-২ অধিশাখায় ১টি, উন্নয়ন-১ অধিশাখায় ৭টি, উন্নয়ন-২ অধিশাখায় ৮টি, পরিকল্পনা-২ অধিশাখায় ৪টি, অপারেশন-২ শাখায় ১টি, পরিকল্পনা-১ শাখায় ৭টি, পরিকল্পনা-২ শাখায় ১টি, অপারেশন-১ শাখায় ০, অপারেশন-৩ শাখায় ০, অপারেশন-৪ শাখায় ৫টি আইসিটি শাখায়

কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক প্রস্তুতকৃত কর্মপরিকল্পনাটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাটি এ বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগ কর্তৃক আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক চূড়ান্তভাবে প্রণয়নের লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করতে হবে। পরিকল্পনা অনুবিভাগ বিষয়টি তদারকি করবে।

(ঘ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান না করায় সকল কর্মকর্তাকে সতর্ক করতে হবে।

(ঙ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদ রাখার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি আইসিটি শাখা কর্তৃক মনিটরিংপূর্বক অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(চ) টার্গেট অনুযায়ী ই-নথিতে নিষ্পত্তির হার বজায় রাখার জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

	০, হিসাব শাখায় ০ ও ব্লু-ইকোনমি সেলে-০) মোট ৬১টি নথি নিষ্পত্তি হয়েছে। ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসে ই-নথিতে নোট নিষ্পন্নের সংখ্যা ৮০২টি। ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসে ই-নথিতে অর্জন ৯২.৩৯%। টার্গেট অনুযায়ী ই-নথিতে নিষ্পত্তির হার বজায় রাখার জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.৯	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** সভায় জানানো হয় যে, 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের হিসাবরক্ষণে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণের স্বার্থে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কিংবা হিসাবরক্ষণে বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে' সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, প্রবিধানমালা প্রণয়নের পূর্বে সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদ করা প্রয়োজন বিধায় গত ১৩/১০/২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বিপিসি-এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪৬টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। উক্ত পত্রের শর্ত অনুসারে গত ০২/০৭/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে কতিপয় তথ্য ও ডকুমেন্ট চেয়ে গত ০৪/০৯/২০২৩ তারিখে এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করে। তদপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডকুমেন্ট চেয়ে ২০/০৯/২০২৩ তারিখে বিপিসি'কে পত্র দেয়া হয়। চাহিত তথ্যাদি ২৭-১১-২০২৩ তারিখে এ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে মর্মে অবহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) বলেন যে, বিপিসি হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে গত ২৪-১২-২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক বেতন-স্কেল ভেটিং গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চেয়ে বিপিসির নিকট পত্র দেয়া হয়েছে। বিপিসি হতে তথ্যাদি প্রাপ্তির পর বেতন-স্কেল ভেটিং ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি বিপিসি হতে দ্রুত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বিপিসি'র প্রতিনিধিকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের হিসাবরক্ষণে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণের স্বার্থে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কিংবা হিসাবরক্ষণে বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে' সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) তদারকি করবেন।	প্রশাসন অনুবিভাগ যুগ্মসচিব (প্র-৩)/ ও বিপিসি

৩.১০	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) ফেব্রুয়ারি/২০২৪ মাসের অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করেন। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা ৬৫৯টি, বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের সংখ্যা ২২০১টি, বিচ্ছিন্নকৃত বার্ণারের সংখ্যা ১৮,৭৫৮টি, অপসারণকৃত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ৪১.৩৮ কি.মি. এবং অবৈধ সংযোগের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা শূন্য। সভাপতি অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশনা প্রদান করেন। যে এলাকায় অবৈধ সংযোগ পাওয়া যাবে সে এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বকেয়া আদায়ে কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ অব্যাহত রাখারও নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (অপারেশন-৪) জানান যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে জরিমানা পুনঃনির্ধারণ, জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ গ্যাস বিপণন নিয়মাবলিতে সংশোধনের লক্ষ্যে গত ০৫-০৩-২০২৪ তারিখে একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। প্রেজেন্টেশন পরবর্তী নির্দেশনা নিয়ে পেট্রোবাংলা কার্যক্রম গ্রহণ করছে।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি (দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিগত তিন মাসে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্যসহ) সুনির্দিষ্ট ছক আকারে (ছকের সকল তথ্য পূরণপূর্বক) এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ছক আকারে বকেয়া আদায়ের তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। (ঘ) বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে জরিমানা পুনঃনির্ধারণ, জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ গ্যাস বিপণন নিয়মাবলিতে সংশোধনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি
৩.১১	বিবিধ আলোচনা: (ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, আরপিজিসিএল এর আওতাভুক্ত সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশনের পাশাপাশি অটোগ্যাস স্টেশনসমূহ জিপিএস ম্যাপের আওতায় আনার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পুনরায় মতামত প্রেরণের জন্য গত ১৬-০১-২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলাকে অনুরোধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে পরিচালক (অপারেশন), পেট্রোবাংলা জানান যে, বিষয়টি পেট্রোবাংলার কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক জিপিএস ও জিপিএসের সাথে অটোমেশন সংমিশ্রণে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতের	(ক) আরপিজিসিএল এর আওতাভুক্ত সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশনের পাশাপাশি অটোগ্যাস স্টেশনসমূহ জিপিএস ম্যাপের আওতায় আনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে শূন্য পদ রয়েছে সে সকল শূন্য পদ পূরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে। সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রণয়ন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। (খ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসের শূন্য পদে নিয়োগের তথ্য উপস্থাপন করেন। সভাপতি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	শূন্য পদে নিয়োগ/পদোন্নতির অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। গত এক মাসে কতজনকে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য উল্লেখ করতে হবে।	
	(গ) চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহের জন্য একটি অভিন্ন চাকরি প্রবিধানমালা ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। প্রবিধানমালাটি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পেট্রোবাংলার নিজস্ব চাকরি প্রবিধানমালা অনুমোদন হওয়ার পর অভিন্ন চাকরি প্রবিধানমালাটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	(গ) পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহের জন্য একটি অভিন্ন চাকরি প্রবিধানমালা তৈরির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
	(ঘ) সভায় গ্যাস কূপ হতে কী পরিমাণ কনডেনসেট (লাইট/হেভি) উৎপাদিত হয়, তার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি প্রতি সমন্বয় সভায় আপডেট তথ্য সংগ্রহপূর্বক উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ঘ) কোন্ কোন্ গ্যাস কূপ হতে কী পরিমাণ কনডেনসেট (লাইট/হেভি) উৎপাদিত হয়, তার তথ্য মাসিক ভিত্তিতে (পূর্ববর্তী মাসের তথ্যসহ) এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) তদারকি করবেন।	
	(ঙ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) সভায় সরকারি/ বেসরকারি/প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্ল্যান্ট/ডিপোতে জ্বালানি তেলের কী পরিমাণ স্টোরেজ ক্যাপাসিটি রয়েছে তার তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ক্যাটাগরি ভিত্তিক সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টোরেজের তথ্যাদি বিপিসি হতে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বিপিসি'র তথ্যাদি নথিতে উপস্থাপন করা হয়। সে প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিপিসিকে পত্র দেয়া হয়েছে। সভাপতি স্টোরেজ সংক্রান্ত বিষয়টি বিপিসি'র আগামী এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ঙ) বিপিসি হতে প্রাপ্ত সরকারি/বেসরকারি/ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্ল্যান্ট/ডিপোতে জ্বালানি তেলের স্টোরেজ ক্যাপাসিটির তথ্যাদির আলোকে বিপিসিতে প্রেরিত নির্দেশনার অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং স্টোরেজ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিপিসি'র আগামী এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	
	(চ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) এ বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি বিগত দুই মাসের পরিদর্শনের তথ্য স্ব-শরীরে দেখানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রতি সমন্বয় সভার তার পূর্বের মাসের তথ্য উপস্থাপন করার নির্দেশনা পদান করেন।	(চ) এ বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/এপিএ মনিটরিং টিমের সদস্যগণ মাসে অন্তত: ১ (এক) বার দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	
	(ছ) সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কেপিআই ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে আইপি ক্যামেরা স্থাপনের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। স্থাপিত আইপি ক্যামেরাসমূহ যাতে একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে পৃথক পৃথকভাবে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে দেখা যায় সে লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ছ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কেপিআই ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে স্থাপিত আইপি ক্যামেরাসমূহ যাতে একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে পৃথক পৃথকভাবে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে দেখা যায় সে লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ নূরুল আলম
সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২২.১৩৮

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪৩০
০৪ এপ্রিল ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৪) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৫) মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৭) মহাপরিচালক (অতি:দায়িত্ব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৮) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৯) যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১১) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১২) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানীসমূহ
১৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
যুগ্মসচিব